মুন্সিগঞ্জ উপনির্বাচন

বি. চৌধুরী বনাম বি এন পি

রিপোর্ট : **বদরুল আলম নাবিল**

❑ ঘটনা-১

কর্দমাক্ত মেঠো পথ। ছোট একটি মিছিল এগিয়ে যাচ্ছে আটপাড়ার দিকে। মিছিলে লোকসংখ্যা তেমন বেশি না হলেও আশপাশের বাড়িঘরের নারী-পুরুষ, শিশু-যুবক ছুঁটে আসছে রাস্তায়। কারণ এই মিছিলে আছেন আসন্ন উপনির্বাচনের সবচেয়ে আলোচিত প্রার্থী। মাঝেমধ্যে মিছিল থেকে বেরিয়ে গিয়ে সুদর্শন এই প্রার্থী বাড়িগুলোর সীমানায় ভিড় করা নারী ও শিশুদের মাঝে চলে যাচ্ছেন দোয়া চাইতে। বয়স্ক এবং যুবকদের জড়িয়ে ধরছেন। প্রার্থীর এক সহযোগী মহিলাদের হাতে হাতে দিচ্ছেন একটি ক্যালেন্ডার। ক্যালেন্ডারটির বেশির ভাগ জায়গা জুড়ে আছে প্রার্থীর একটি পারিবারিক ছবি (প্রার্থী, প্রার্থীর স্ত্রী এবং দুই সন্তান) কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর স্কুল মাঠে একটি সংক্ষিপ্ত পথসভা। বক্তা শুধু প্রার্থী। তিনি বললেন, 'উপস্থিত ভাইয়েরা, বোনেরা, চাচারা, চাচীরা এবং ভাইগ্না, ভাগ্নিরা! এই নির্বাচন অন্য সব নির্বাচন থেকে আলাদা, এই নির্বাচন দুর্নীতিবাজ খালেদা জিয়ার বিএনপির বিরুদ্ধে বিক্রমপুরবাসীর আত্মসম্মানের নির্বাচন। ওরা বিক্রমপুরবাসীকে অপমান করেছে (বি. চৌধুরীকে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে পদত্যাগে বাধ্য করার ইঙ্গিত করে)। আপনারা জানেন, আপনাদের প্রিয় নেতা বদরুদ্দোজা চৌধুরী বিএনপি এবং ধানের শীষকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময় ব্যয় করেছেন এর জন্য। কিন্তু সেই ধানের শীষ ছিল প্রেসিডেন্ট জিয়ার ধানের শীষ। জিয়ার ধানের শীষ আর খালেদা জিয়ার ধানের শীষ এক নয়। জিয়া ছিলেন পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে সৎ রাষ্ট্রপ্রধানদের একজন। খালেদা জিয়া ঠিক তার উল্টো। তার সময়ে বাংলাদেশ দুর্নীতিতে হ্যাটট্রিক করল। দেশের ৮০ ভাগ মানুষ দারিদ্র-সীমার নিচে বাস করে। এরা কৃষক, শ্রমিক এবং দিনমজুর, এরা দুর্নীতি করে না। দুর্নীতি করছে তিন-সাড়ে তিন হাজার মানুষ। এই গুটিকয়েক দুর্নীতিবাজের জন্য দেশের ১৪ কোটি মানুষ দুর্নীতিবাজ হিসেবে সারা পৃথিবীর কাছে চিহ্নিত হবে। এটা আর চলতে দেয়া যায় না। খালেদা জিয়ার ধানের শীষে এখন আর ধান নেই। সব চিটা। দুর্নীতি আর সন্ত্রাসে ভরে গিয়ে ওটা এখন চিটার শীষ। এই চিটা ঝেড়ে ফেলার জন্য বিকল্প ধারা কুলা নিয়ে এসেছে। ওরা বিক্রমপুরবাসীর প্রিয় নেতাকে অপমান করেই ক্ষান্ত হয়নি। বিকল্প ধারার মুক্তাঙ্গান সমাবেশের দিন বিক্রমপুর থেকে ঢাকাগামী প্রতিটি বাসে ওরা হামলা করে শত শত বিক্রমপুরবাসীর রক্ত ঝরিয়েছে। দুব্যবহারের প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ এখন আপনাদের হাতে।'

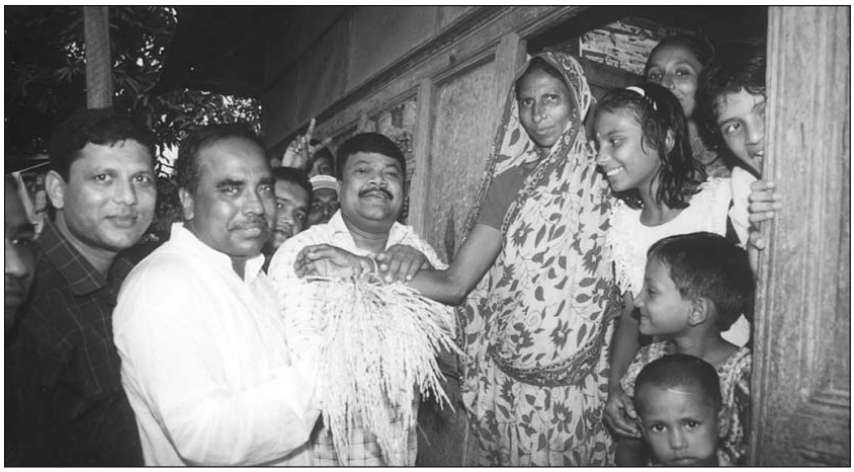

জনসংযোগ করছেন বিএনপি প্রার্থী মোমিন আলী

পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এই প্রার্থীটি হচ্ছেন মুন্সিগঞ্জ-১ আসনের উপনির্বাচনে বিকল্প ধারার প্রার্থী মাহী বি. চৌধুরী। মাহীর বক্তব্যের পরপরই তাকে নিয়ে মিছিল আবার এগিয়ে যায় অন্য গ্রামের দিকে। আমরা ফেরার জন্য উল্টো পথে হাঁটা শুরু করি। ক্যামেরা দেখে গ্রামবাসী ধরে নিয়েছে আমরা সাংবাদিক। মাসুম নামের ২৪/২৫ বছরের এক যুবক দূর থেকে বলল, 'যত কতা কউক জিততে তো পারবো না।' হঠাৎ এই মন্তব্য শুনে আমরা ধরে নিলাম মাসুম বিএনপি প্রার্থী মোমিন আলীর সমর্থক। জিজ্ঞেস করলাম জিততে পারবে না কেন? মাসুমের উত্তর, 'মানুষ ভোট ঠিকই দিব তয় সরকার জিততে দিব না মাহী চৌধুরীকে।' মাসুমের মতো একই আশঙ্কার কথা আমরা শুনেছি শ্রীনগর এবং সিরাজদিখান উপজেলার আরো অনেক ভোটারের মুখে।

❑ ঘটনা-২

শ্রীনগরে দেলোয়ারের হোটেলে দুপুরের খাবার খেয়ে (এটি নাকি এখানকার সেরা হোটেল!) ফোন করলাম চারদলীয় জোট (বিএনপি) প্রার্থী মোমিন আলীর মোবাইলে। তিনি বললেন, আমি ষোলঘর ইউনিয়নের রুনু চেয়ারম্যানের বাড়িতে আছি। আপনি চলে আসেন, কথা বলা যাবে। ষোলঘরে পৌঁছে দেখলাম রুনু চেয়ারম্যানের বাড়ির সামনের দীর্ঘ রাস্তাজুড়ে আছে ১৫-২০টি দামী গাড়ি এবং বেশকিছু মোটরসাইকেল। জরাজীর্ণ দুটি জমিদার বিল্ডিংয়ের পেছনে নতুন একটি দোতলা দালান। বিল্ডিংয়ের নিচতলা এবং উঠানে দু'শতাধিক মানুষের সমাগম। কেউ লাল মরিচ দিয়ে ঝাল করে পাকানো গরুর মাংস দিয়ে ভাত খাচ্ছে। কেউ খাওয়াচ্ছে। খাওয়া শেষ করে মোমিন আলী আমাদের নিয়ে গেলেন দোতলার একটি কক্ষে।

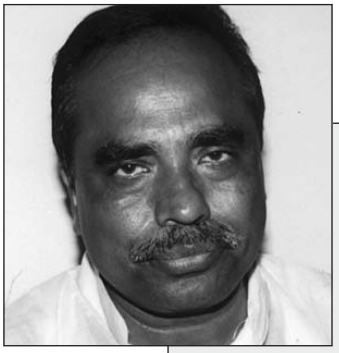

তার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা হলো বিভিন্ন বিষয়ে। তিনি জোর দিয়ে বললেন, 'এই এলাকাটি হচ্ছে বরাবর বিএনপির ঘাঁটি। বিএনপির ভোটার এখনো ধানের শীষের সঙ্গেই আছে। তাই ২০০১-এর নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থী যে ব্যবধানে জিতেছিল, তারচেয়ে বেশি ব্যবধানে জিতবো।' মোমিন আলীর সঙ্গে বিএনপির জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের কয়েকজন নেতা একই কথা বললেন, মোমিন আলীই জিতবে। আমাদের সঙ্গে আলাপ শেষে মোমিন আলী গেলেন ইউনিয়নের মেম্বারদের সঙ্গে কথা বলতে। এই ফাঁকে আমরা একান্তে কথা বললাম কয়েকজন বিএনপি নেতার সঙ্গে। তাদের মধ্যে দু'জন বলে ফেললেন, মাহীর অর্ধেক ভোটও মোমিন আলী পাবে না। জিজ্ঞেস করলাম, একটু আগে যে বললেন মোমিন আলী জিতবে! ওটা বলেছি দলের কথা। দল করি, দলের পক্ষে কাজ করতে হয়। কথা বলতে হয়।

মোমিন আলী স্থানীয় মেম্বারদের উদ্দেশে বললেন, 'বি. চৌধুরী এ এলাকার এমপি ছিলেন, ক্ষমতার শীর্ষ পর্যায়েও ছিলেন দীর্ঘদিন। কিন্তু এলাকার তেমন কোনো উন্নয়ন করেননি। আমি এই এলাকার উন্নয়নের জন্য কাজ করতে চাই। কাজ করার জন্য এমপি হওয়া দরকার। এজন্য আমি আপনাদের সার্বিক সহয়তা চাই।' রুনু চেয়ারম্যানের বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর জানলাম এটি আসলে সাবেক আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ের এটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার কে এস নবীর বাড়ি। রুনু চেয়ারম্যানও আওয়ামী লীগ সমর্থিত চেয়ারম্যান। খোঁজ নিয়ে জানলাম, এই দুই উপজেলায় বেশ কয়েকজন আওয়ামী সমর্থিত ইউপি চেয়ারম্যান আছেন, যাদের বেশির ভাগই মোমিন আলীকে সমর্থন করছেন। যদিও স্থানীয় কয়েকজন সাধারণ মানুষ প্রতিবেদককে বলেছেন, বেশির ভাগ চেয়ারম্যান এবং মেম্বার মোমিন আলীর পক্ষে থাকলেও সাধারণ ভোটাররা মাহীর পক্ষে।

গ্রামের পথে পথে মাহীর সমর্থনে মিছিল

❑ ঘটনা-৩

মোমিন আলীর কাছ থেকে বিদায় নেয়ার পর আমরা খবর পেলাম বি. চৌধুরী এলাকায়

'বি চৌধুরী ক্ষমতার শীর্ষে থেকেও এলাকার উন্নয়ন করেননি'

মোমিন আলী, *বিএনপি প্রার্থী*

সাপ্তাহিক ২০০০ : বলা হয় বি. চৌধুরীর হাত ধরেই আপনি রাজনীতিতে এসেছে। এখন তিনিই আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী?

মোমিন আলী : আসলে আমি তো বি. চৌধুরীর দল করিনি, জিয়াউর রহমানের হাত ধরে সেই সূচনালগ্ন থেকে বিএনপি করছি। বি. চৌধুরী এক সময় আমার নেতা ছিলেন। তিনি দল থেকে বের হয়ে গেছেন। আমি যাইনি।

২০০০ : বি. চৌধুরী নিজে স্বেচ্ছায় দল থেকে বের হয়ে গেছেন, না যেতে বাধ্য হয়েছেন?

মোমিন আলী : তিনি নিজেই বের হয়ে গিয়ে নতুন দল করেছেন। তাকে কেউ বাধ্য করেনি।

২০০০ : প্রেসিডেন্ট পদও কি তিনি স্বেচ্ছায় ছেড়েছেন, না ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। এলাকাবাসী কি মনে করে?

মোমিন আলী : তিনি সে রকম পরিস্থিতি তৈরি করেছিলেন।

২০০০ : আপনার মনোনয়ন দেয়াকে কেন্দ্র করে বিএনপিতে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে এটা নির্বাচনে বিরূপ প্রভাব ফেলবে না?

মোমিন আলী : কোনো দ্বন্দ্ব তো নেই। ১৭ জন মনোনয়ন চেয়েছিল। দল আমাকে মনোনয়ন দিয়েছে সবাই মেনে নিয়েছে। একমাত্র লেবু গাজী ছাড়া আর সবাই এখন আমার পক্ষে কাজ করছে।

২০০০ : নির্বাচনে আপনার মূল ইস্যু কি?

মোমিন আলী : বি. চৌধুরী দীর্ঘ দিন ক্ষমতার শীর্ষে ছিলেন কিন্তু এলাকার উন্নয়নে কাজ করেননি। আমি এমপি হলে এলাকার উন্নয়ন হবে। সরকারি দলের এমপি হিসেবে আমি কাজ নিয়ে আসতে পারব। এটাই প্রধান ইস্যু।

২০০০ : আপনি জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী?

মোমিন আলী : এ এলাকা বরাবরই বিএনপির ঘাঁটি। বি. চৌধুরী চলে গেলেও ভোটাররা ধানের শীষের পক্ষেই আছেন। তাই আগের নির্বাচনের চেয়েও বেশি ব্যবধানে ধানের শীষ জিতবে।

জনসংযোগ করতে এসেছেন। আমরা একটা স্কুটার নিয়ে ছুটলাম বি. চৌধুরীর জনসংযোগ দেখার জন্য। সরু পাকা রাস্তা ধরে গ্রামের ভেতরে কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার পর দেখলাম বি. চৌধুরীর গাড়িবহর বিপরীত দিক থেকে আসছে। ইশারা করার পর পাজেরো গাড়িটি আমাদের সামনে এসে থামে। হাত বাড়িয়ে দিলেন বি. চৌধুরী। পরিচয় দিয়ে বললাম, আপনার নির্বাচনী প্রচার দেখতে এসেছি। তিনি বললেন, আমরা ইসলামপুর গ্রামের দিকে যাচ্ছি। স্কুটার ছেড়ে তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে পড়ি। ইসলামপুরে সদ্য বালু ফেলে উঁচু করা একটি মাঠে এক ফুটবল ম্যাচ হচ্ছে। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেয়ার কথা ছিল মাহী বি. চৌধুরীর। ছেলে আসতে না পারায় বি. চৌধুরী নিজে তার দুই মেয়েকে সঙ্গে করে চলে এসেছেন ইসলামপুরে। বি. চৌধুরীর গাড়ি এসে থামার সঙ্গে সঙ্গে খেলা বন্ধ হয়ে গেলো। মাঠের চারদিকে বাড়িগুলোর মহিলা এবং শিশুরা ছুটে এলো মাঠের চারদিকে। কিছুক্ষণের মধ্যে নারী-পুরুষ ও শিশু-কিশোরদের সমাগমে ভরে উঠল মাঝারি ধরনের মাঠটি। আশপাশের কয়েকটি বাড়িতে বি. চৌধুরী ঢুকে গেলেন কুলা হাতে নাড়াতে নাড়াতে। এরপর মঞ্চে উঠে এসে দুই মেয়েকে উপস্থিত লোকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে দেড় মিনিটের এক বক্তৃতায় বললেন, 'উপস্থিত ভাই, ভগ্নি এবং নাতি-নাতনিরা। আমাদের এখন বয়স হয়েছে। এখন নতুনরা দেশের হাল ধরবে। আমি অনেকবার ভোট চাইতে এখানে এসেছি কিন্তু এবারের নির্বাচনটির প্রেক্ষিত সম্পূর্ণ ভিন্ন তা আপনারা জানেন। দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার কর্মসূচি নিয়ে বিকল্পধারা বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশ করেছে। এই আন্দোলনের প্রাথমিক বিজয় এই বিক্রমপুর থেকে শুরু হবে এই আশায় কুলা মার্কায় ভোট চাই।

আপনারা ভালো থাকেন, এবার আমরা যাই' বলে মঞ্চ থেকে নেমে ভিড় ঠেলে গাড়িতে উঠে আরো ভেতরের গ্রামের দিকে গেলেন বি. চৌধুরী। তখন রাত পৌনে ৮টা। আমরা রিকশায় উঠলাম মেইন রোডে এসে ঢাকার গাড়ি ধরার জন্য। রাস্তায় মাইকিং হচ্ছে, স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী মিজানুর রহমান সিন্‌হা এসেছেন বিএনপি প্রার্থী মোমিন আলীর পক্ষে প্রচার চালাতে। ফিরে আসতে হবে বলে প্রতিমন্ত্রীর জনসভাস্থলে আর যাওয়া সম্ভব হয়নি।

এই হলো মুন্সিগঞ্জ-১ আসনের আসন্ন উপনির্বাচন উপলক্ষে প্রার্থীদের এক দিনের (২৯ মে) প্রচার অভিযানের চালচিত্র।

মানুষের ভালোবাসা সিক্ত বি. চৌধুরী

ভোট এবং ভোটার

এই আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ২ লাখ ৩৪ হাজার ৪৫১ জন। ২০০১ সালের নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থী একিউএম বরুদ্দোজা চৌধুরী ৯৪ হাজার ভোট পেয়ে প্রায় ৩০ হাজার ভোটের ব্যবধানে হারিয়েছিলেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী সুকুমার রঞ্জন ঘোষকে। আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করায় তাদের ৬০ হাজার ভোটের সিংহভাগ মাহী পাবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। অন্যদিকে বিএনপির মধ্যে রয়েছে চরম অন্তর্দ্বন্দ্ব। এই উপনির্বাচনে বিএনপিতে মনোনয়ন প্রত্যাশী ছিলেন ১৭ জন। মোমিন আলীকে মনোনয়ন দেয়ায়

'এটা কোনো দলের বিরুদ্ধে দলের নির্বাচন নয়, বিক্রমপুরবাসীকে অপমান করার প্রতিশোধ নেয়ার নির্বাচন'

মাহী বি চৌধুরী

সাপ্তাহিক ২০০০ : আপনার এই নির্বাচনে মূল ইস্যু কি?

মাহী বি চৌধুরী : বি. চৌধুরী একজন প্রধান শ্রদ্ধাভাজন মানুষ। তাকে অপমান করে বিএনপি গোটা বিক্রমপুরের মানুষকে অপমান করেছে। তাই নির্বাচনটিকে বিক্রমপুরবাসী তাদের অপমানের প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ হিসেবে নিয়েছে।

২০০০ : বিরোধীরা বলছেন, বি. চৌধুরী দীর্ঘদিন ক্ষতার শীর্ষ পর্যায়ে থেকেও এলাকার উন্নয়ন করেননি। তাই উন্নয়নকে তারা প্রধান ইস্যু করছে।

মাহী : ১৯৯১-এর বিএনপি সরকারে সময় অল্প সময় তিনি শিক্ষমন্ত্রী ছিলেন, বর্তমান সরকারের সময় ২ বছরের মতো আমি এমপি ছিলাম। তিনি এবং আমি কাজ যথা সম্ভব করার চেষ্টা করেছি। আমি পদত্যাগের আগ পর্যন্ত প্রায় ১২ কোটি টাকার সমপরিমাণ টাকার কয়েকটি প্রকল্প পাস করিয়েছি। এই প্রকল্পগুলো যদি সরকার বাতিল করতে চায় তবে আমি আদালতে যাব। কারণ টেন্ডার হয়ে যাওয়া প্রকল্প সরকার বাতিল করবে কেন।

২০০০ : আপনি দাবি করছেন এই এলাকার মানুষ আপনার বাবাকে ভালোবাসা দিয়েছে, এখন আপনিও একই রকম ভালোবাসা পাচ্ছেন মানুষের কাছ থেকে। এই ভালোবাসার প্রতিদান আপনি কিভাবে দিবেন?

মাহী : আমি আমার সর্ব শক্তি দিয়ে চেষ্টা করব এই এলাকার জন্য যতটা সম্ভব কাজ করতে। সাবেক সরকারের সময় দেশের অন্য অনেক জায়গার মতো এখানেও আইনশৃঙ্খলার অবনতি হয়েছিল। আমি এসে কাজ করেছি আইন শৃঙ্খলার উন্নয়নের জন্য। আমি এক্ষেত্রে বেশ সফল হয়েছি। আপনি খোঁজ নিয়ে দেখেন সন্ত্রাসকে প্রশ্রয় দেয়ার ট্রাডিশন আমাদের নেই। মানুষের জানমাল এবং ইজ্জতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই আমার প্রধান কাজ হবে। তারপর অন্যান্য উন্নয়মূলক কাজও এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করব।

২০০০ : এই নির্বাচনে আপনি কি জিততে চান না হারতে চান? রাজনীতিতে অনেক রকম খেলা আছে হারলে না জিতলে আপনাদের জন্য রাজনৈতিকভাবে সুবিধা বেশি?

মাহী : অবশ্যই জেতার জন্য নির্বাচন করছি। দল গঠনের ১ মাসের মাথায় যদি আমি নির্বাচিত হয়ে সংসদে যেতে পারি এটা হবে বিকল্পধারার রাজনীতিতে এক ধরনের ব্যাপার। সংসদে কিছু কথা বলার সুযোগও আমি পাব।

‘নির্বাচন উপলক্ষে স্মরণকালের সর্বোচ্চ নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ৩০০ আর্মি এবং ২০০ বিডিআর মোতায়নে করা হবে’

এহসানুল পারভেজ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
শ্রীনগর এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার

অন্যরা খুশি হতে পারেনি। এলাকাবাসী জানিয়েছেন ১৭ জন মনোনয়ন প্রার্থীর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হচ্ছেন লেবু গাজী এবং শফি বিক্রমপুরী। এরা মনোনয়ন না পেয়ে নিষ্ক্রিয় আছেন। ফলে এদের সমর্থকদের ভোটও মোমিন আলীর বিপক্ষে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। অন্য মনোয়ন প্রত্যাশীরা আপাত দৃষ্টিতে মোমিন আলীর সঙ্গে থাকলেও তাদের কেউ কেউ যে মোমিন আলীর হার নিশ্চিত করতে চান না পরবর্তী নির্বাচনে মনোনয়ন পাওয়ার আশায় তা বলা যায় না। অন্যদিকে বি. চৌধুরী এবং মাহীর ইমেজের কাছে মোমিন আলী বা অন্য দু'জন স্বতন্ত্র প্রার্থীর ইমেজ তুল্য নয়।

ব্যবসায়ী থেকে রাজনীতিবিদ

মোমিন আলী মূলত ব্যবসায়ী। পুরান ঢাকার অন্যতম এক কাপড় ব্যবসায়ী তিনি। বদরুদ্দোজা চৌধুরীর সঙ্গে বরাবর তার সুসম্পর্ক ছিল। বি. চৌধুরীকে তিনি বাবা সম্বোধন করতেন- এরকম কথা জানিয়েছেন জনাব চৌধুরীর এক ঘনিষ্ঠজন।

কেউ কেউ বলেছেন, বি. চৌধুরী এবং মাহী বি. চৌধুরীর নির্বাচনে ধনবান মোমিন আলী অনেক অর্থ খরচ করেছেন। মোমিন আলী বর্তমানে ইউপি চেয়ারম্যান।

২০০১ সালের নির্বাচনের পর বি. চৌধুরী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর উপ-নির্বাচনে মাহী বিএনপির মনোনয়ন পাওয়ায় শ্রীনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি লেবু গাজী বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে দাড়ান।

যদিও পরবর্তীতে বিভিন্নমুখী চাপে তিনি প্রার্থিতা প্রত্যাহারে বাধ্য হন। বিদ্রোহের খেসারতও তাকে দিতে হয়। নির্বাচনের পর লেবু গাজীর স্থলে সভাপতি হন মোমিন আলী।

সেন্টিমেন্ট বনাম উন্নয়ন

দু'জন স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ মোট ৪ জন প্রার্থী থাকলেও মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে জোট প্রার্থী মোমিন আলী এবং মাহী বি. চৌধুরীর মধ্যে। মাহী বি. চৌধুরী মূলত তার বাবার ইমেজ এবং তাকে বিএনপির অপমান করাকে মুন্সিগঞ্জবাসীর অপমান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে নির্বাচনে জেতার চেষ্টা চালাচ্ছেন। অন্যদিকে জোট প্রার্থী মোমিন আলীর প্রধান ইস্যু উন্নয়ন। তিনি ভোটারদের বোঝাতেও চেষ্টা করছেন এতদিন বি. চৌধুরী এমপি ছিলেন কিন্তু এলাকায় তেমন উন্নয়ন হয়নি। এখন যদি মাহী জিতে যায় তবে উন্নয়নমূলক কাজ সব বন্ধ হয়ে যাবে। এলাকার উন্নয়নের স্বার্থেই সরকারি দলের প্রার্থী হিসেব তাকে ভোট দিতে হবে।

মনোনয়ন না পেয়ে ক্ষুব্ধ বিএনপির ১৭ নেতার অনেকেই মোমিন আলীর বিজয় চাচ্ছেন না

জোরদার নিরাপত্তা

মাহীর জনপ্রিয়তা দেখে এলাকার ভোটারা নিশ্চিত করে বলতে চাইছেন পাবলিক ভোট মাহীর পক্ষেই পড়বে বেশি। কিন্তু তাদের আশঙ্কা সরকার যে কোনোভাবে তার প্রার্থীকে জিতিয়ে নেবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বিএনপি নেতা এ প্রতিবেদককে বললেন, দু'প্রার্থীর মধ্যে ব্যবধান এতো বেশি যে, জাল ভোট দিয়েও তা কভার করা সম্ভব হবে না। কেন্দ্র দখল করে, ছিল পেটানো অথবা ভোট যে পক্ষেই পড়ুক ডিক্লেয়ার করে সরকারকে জেতাতে হবে তার প্রার্থীকে। তিনি আবার এও বললেন, এত বড় রিস্ক সরকার হয়তো নেবে না, কারণ পুরো দেশ, মিডিয়া এবং দাতাদের দৃষ্টি এখন এই উপ-নির্বাচনের ওপর। সে রকম কিছু করলে সরকার বেকায়দায় পড়ে যেতে পারে। তাই তিনি মনে করেন সরকার যতটা সম্ভব সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষভাবে নির্বাচনটি সম্পন্ন করবে। যেই জিতুক। উদাহরণ হিসেবে তিনি বললেন, এই নির্বাচন উপলক্ষে স্মরণকালের সর্বোচ্চ নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

শ্রীনগর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা এবং এই নির্বাচনের সহকারী রিটার্নিং অফিসার এহসানুল পারভেজও ২০০০কে জানিয়েছেন একই কথা- ‘নির্বাচনের সময় ৩০০ আর্মি এবং ২০০ বিডিআর মোতায়নে করা হবে। এতো বিপুল সংখ্যায় আর্মি বিডিআর মোতায়েন এর আগে কোনো নির্বাচনে হয়নি। প্রত্যেক কেন্দ্রে আর্মি-বিডিআর থাকবে পুলিশের পাশাপাশি। ৯টি মোবাইল কোর্ট কাজ করবে।’ তিনি আরো বলেন, ‘সবগুলো কেন্দ্রকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে ধরে সর্বোচ্চ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।’

নানামুখী জল্পনা-কল্পনা চলছে এবং চলবে আগামী ৬ জুন পর্যন্ত। ফলাফল ঘোষণা পর্যন্ত সবাই অপেক্ষায় আছে ঘটনা কোন দিকে যায় তা দেখার জন্য। কে জিতবে সেন্টিমেন্ট না উন্নয়ন ইস্যু?

ছবি : **খালেদ সরকার**

নারী ভোটারদের মাঝে বি. চৌধুরীর দুই মেয়ে